দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

প্রসঙ্গঃ ছোটদের বিজ্ঞান উৎসব

শিশুদের মেধা বিকাশ ও সৃজনশীল কাজের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর এবং বাংলাদেশ এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন যৌথভাবে গত শুক্রবার বিজ্ঞান ও যাদুঘর মিলনায়তনে 'ছোটদের বিজ্ঞান উৎসব' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিল। উৎসবে স্কুলপড় য়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিমান, নভোখেয়াযান, পেরিস্কোপ, স্টারফাইণ্ডার, নিউটনের বর্ণচক্র ও বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক কাঠামোসহ বেশকিছু মডেল তৈয়ার করিতে দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা সারাদিন ধরিয়া ওইসব বিভিন্ন মডেল তৈয়ার করে। ইহাছাড়াও তাহারা উপভোগ করে বিজ্ঞানভিত্তিক ভিডিও শো। যে কোন বিচারে ছোটদের এই 'বিজ্ঞান উৎসব' অনুষ্ঠানটি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। যুগটা বিজ্ঞানের এবং একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া কোন কিছু কল্পনাও করা যায় না। কবি বলিয়া গিয়াছেন, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।' আলোচ্য বিজ্ঞান উৎসবে যে সব স্কুল ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করিয়াছে কে জানে, ভবিষ্যতে তাহাদের মধ্য হইতেই আবির্ভাব ঘটিবে কিনা ইবনে সিনা, আল বেরুনী, খাওয়ারেজমী, জগদীস চন্দ্র বসু, নিউটন ও আইন স্টাইনের মত বিজ্ঞানী। ইহার কিছুটা আভাসও মিলিয়াছে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান বিষয়ক একাধিক কর্মশালা ও অনুষ্ঠানে। গত মার্চ মাসে সম্পন্ন হইয়াছে 'স্কুল সায়েন্স ইউনিট' কর্মসূচী। ওই কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের প্রধান প্রধান বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করার সুযোগ দেওয়া হয়। এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ইলেক্ট্রনিক্স মেলা। সে সময়ে সংবাদপত্রের হেডিং হইয়াছিলঃ 'ইলেক্ট্রনিক্স মেলার প্রাণ ছিল তরুণেরা' এবং 'তরুণরাই তৈরী করছে নতুন প্রযুক্তি।'

বিস্ময়নের এই যুগে অপরাপর উন্নত দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি এদেশের কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা বিষয়ে আগ্রহী ও উৎসাহী করিয়া তুলিবে, ইহাই স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে, বুয়েটের ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের তরুণেরা ইতিমধ্যে যে 'প্রিপেইড এনার্জি মিটার' তৈয়ার করিয়াছে, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য সেই মিটার 'ডেসা' শীঘ্রই বাজারজাত করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণরা তৈয়ার করিয়াছে বাংলা নম্বর সফটওয়্যার। আইএসসির এক তরুণ গবেষক তৈয়ার করিয়াছে সাইবার লক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রিক বিভাগের ছাত্ররা তৈয়ার করিয়াছে 'সোলার সেল'। সে সময়ে ইলেক্ট্রনিক্স মেলার সংবাদ পরিবেশন করিতে গিয়া পত্রান্তরে লেখা হইয়াছিল, 'আমাদের তরুণরা আসলে পিছিয়ে থাকতে পারে না। তাদেরকে যথাসময়ে সহযোগিতা করা হয় না। মেলায় আগত একজন তরুণ গবেষক জানায়, দেশে মূল্য না পাওয়াতে তারা (তরুণ বিজ্ঞানী গবেষকরা) বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সে জানায়, আমাদের দেশে প্রত্যাখ্যাত গবেষকরাই বিদেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। ইহাছাড়াও মার্চ মাসে দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর।

বৎসর দুই পূর্বে আমাদের ইত্তেফাকে 'বিজ্ঞান চর্চায় তরুণদের জন্য কোন দিক নির্দেশনা নাই' শীর্ষক একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছিল, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন পেশাদার ও অপেশাদার তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য গৃহীত একটি প্রকল্প নির্ধারিত ৫ বৎসর অতিবাহিত করার পর বর্তমানে কার্যতঃ নিষ্ক্রীয় রহিয়াছে। ফলে, বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা দিক নির্দেশনাহীন সময় অতিবাহিত করিতেছে।' উক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা কি, তাহা আমরা জানি না। উক্ত রিপোর্টে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, 'দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান চর্চার সুষ্ঠ পরিবেশ গড়িয়া ওঠে নাই। বিজ্ঞানমনস্ক তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক কোন কাঠামো গড়িয়া তোলা না হইলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ক্লাব পর্যায়ে কয়েক হাজার তরুণ-তরুণী বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত। অনেকের উদ্ভাবনী শক্তি তাক লাগাইবার মত।' এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া ছাড়াও এইসব বিজ্ঞান ক্লাবের দিকেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আশু দৃষ্টি আবশ্যক।